ভোরের কাগজ

তারিখ 11 MAY 2005
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের সংবাদ সম্মেলন

পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার ও অসদুপায় প্রতিরোধের সুপারিশ

কাগজ প্রতিবেদক : পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতির যুগোপযোগী সংস্কার এবং পরীক্ষায় অসদুপায় প্রতিরোধ ও প্রতিকারে বেশকিছু সুপারিশ করেছে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট।

রাজধানীর গ্রিন রোডে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গতকাল মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ নকল প্রতিরোধে আঞ্চলিকভাবে পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ, শতাধিক সেটের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, প্রশ্নের ধরন পরিবর্তন, পরীক্ষার সময়সীমা হ্রাস করে খোলা বই পদ্ধতি অনুসরণ, অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় শতকরা ৫০ নম্বর এবং পাবলিক পরীক্ষায় ৫০ নম্বর ধার্য করে বোর্ডের নম্বরপত্রে উভয় পরীক্ষার ফল সংযোজন, দলীয় বা আঞ্চলিক চাপ ও প্রভাবে যত্রতত্র পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন বন্ধ, একজন পরীক্ষার্থী কোনো বিষয়ে অকৃতকার্য হলে তাকে পরবর্তী পাবলিক পরীক্ষায় শুধু ঐ বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কৃতকার্য হলে প্রাপ্য গ্রেড প্রদানসহ বেশকিছু সুপারিশ করেছেন।

একই সঙ্গে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারে শিক্ষকদের সুপারিশের মধ্যে রয়েছে, ২০১০ সালের মধ্যে এসএসসি ও ২০১৫ সালের মধ্যে এইচএসসি পর্যায়ে পাবলিক পরীক্ষা বিলোপ, সুনির্দিষ্ট একাডেমিক পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন ব্যবস্থা গ্রহণ, জাতীয় পরীক্ষা নীতি প্রণয়নের জন্য অবিলম্বে প্রশাসনের প্রভাবমুক্ত একটি জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করাসহ ৭টি সুপারিশ করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকরা নকল প্রতিরোধকারী শিক্ষকদের পুরস্কারের বদলে বেতন-ভাতা বন্ধ এবং এমপিও বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান। শুধু তাই নয়, যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষাই দেয়নি, তাদের বেতন-ভাতা পর্যন্ত বন্ধ করা হয়েছে। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সবেমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক থেকে স্নাতক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সরকারি বেতন-ভাতাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ডিগ্রি পরীক্ষায় শূন্য ফলের অজুহাতে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী ও আহবায়ক অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ।